গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০২০.৬৫

তারিখ : ২২ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত আপিল কমিটির ৩১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৩১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র: নং	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত
০১.	**বিষয়ঃ সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব আহমদ আলী এর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত।** সিলেট সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক গত ১২.১১.২০১৯ তারিখে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক পদে যথারীতি যোগদান করেন। কিন্তু তার বিএড ডিগ্রি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করার কারণে অত্র প্রতিষ্ঠানে এমপিও হচ্ছে না। ২০১৬ সালে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষনা করার অনেক পূর্বে ২০০৭ সালে তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ধানমন্ডি মেইন ক্যাম্পাস থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএড স্কেল পান। একই সনদ দিয়ে ১৮/১২/২০১০ তারিখে একই উপজেলাধীন পুরান কালারুকা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তার অভিজ্ঞতা ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ০১/১১/২০১৩ হতে ১১/১১/২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৬ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পূর্ণ স্কেল তথা ৭ম গ্রেডে বেতন ভাতাদি পেয়ে আসছিলেন। এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে তার চাকুরির অভিজ্ঞতা প্রায় ২১ বছর। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ীতিনি একজন বিভাগীয় প্রার্থীতার নতুন এমপিও হচ্ছে না, তিনি পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক পদে এমপিও ভুক্ত ছিলেন। তাকে বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে এমপিও ভুক্ত করলে সরকারের কোনরূপ অতিরিক্ত আর্থিক দায় হবে না। কারণ তাকে নতুন কিংবা উচ্চতর স্কেলে বেতন ভাতাদি দিতে হচ্ছে না। তিনি একই স্কেলে একই পদে শুধু প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেছেন মাত্র। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে বিএড ডিগ্রি অর্জনকারী কে.এম নাসির উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক, নওমালা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাউফল, পটুয়াখালীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১৮.২০১৫.(খন্ড-১).৫০০, নং-স্মারকে ০৮/১০/২০১৭ তারিখে এবং মোহাম্মদ আব্দুল মুমিত, প্রধান শিক্ষক, রাজা জি সি হাইস্কুল সিলেটকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২৬.১৮.২১১, ৩০/০৫/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার মাধ্যমে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু উল্লেখিত দুজন ২০০৮ সালে বিএড ডিগ্রি অর্জন করা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তাদের পূর্বে ২০০৭ সালে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করেছেন, এছাড়া তিনি পূর্বের প্রতিষ্ঠান হতে পদত্যাগ করে অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছে তাই বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮.০৮.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **"সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব আহমদ আলী এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে এবং দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদসমূহ সম্পূর্ণ প্রত্যাখাত করা হবে কিনা বা কোন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য হবে তাও সুনির্দিষ্ট করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা**	দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতা নিয়ে ২০১৬ সালে মহামান্য হাইকোর্টের রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের আলোকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ সমূহ প্রত্যাখান করা কিংবা কোন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হবে এবং শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা ও Science & Information Technology Foundation (SIT Foundation) এর সনদ প্রত্যাখান/ গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি সাব কমিটি গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা। — আহবায়ক জনাব মো: কামরুল হাসান (উপসচিব) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা। — সদস্য জনাব মো: এনামুল হক হাওলাদার, উপপরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক — সদস্য

	হলো"। **পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা শেষে একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি সমাধানের পক্ষে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।**	ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। জনাব ড. মো: ফরহাদ হোসেন, উপসচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা। — সদস্য সচিব গঠিত সাব কমিটি আগামী সভার পূর্বে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে।
০২.	**বিষয়ঃ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলাধীন বোবারথল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সুশীল কুমার বাড়ৈ এর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত।** মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলাধীন বোবারথল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সুশীল কুমার বাড়ৈ এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সিলেট অঞ্চল, সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আইন শাখার আইন উপদেষ্টার মতামত চেয়েছেন।মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শাখার আইন উপদেষ্টার মতামতপ্রেরণসহ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। **আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ:** আবেদনকারী জনাব সুশিল কুমার বাড়ৈ, প্রধান শিক্ষক, বোবারথল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বড়লেখা, মৌলভীবাজার তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৫ সালে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং পূর্বে তিনি ইনডেক্সধারী শিক্ষক ছিলেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার লিখিত মতামতের আলোকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে অর্জিত বিএড ডিগ্রি-কে বৈধতা প্রদান এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১২৩৪৪/২০১৯ এর আদেশের আলোকে পিটিশনারের গত ২৭.০৩.২০১৯ তারিখের এমপিওভুক্তির আবেদনটি নিষ্পত্তি করে পিটিশনারকে অবহিত করা উচিৎ বলে মনে করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮.০৮.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **"মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলাধীন বোবারথল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সুশীল কুমার বাড়ৈ এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে এবং দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদসমূহ সম্পূর্ণ প্রত্যাখাত করা হবে কিনা বা কোন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য হবে তাও সুনির্দিষ্ট করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব পত্র প্রেরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলো মর্মে সুপারিশ করা হলো"।** **পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় বিষয়টি ক্রমিক ০১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।**	ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সাব কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৩.	বিষয়: বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্যাটার্নভুক্ত সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন কোড সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও সহকারী শিক্ষক (কৃষি) প্যাটার্ণভুক্ত পদ। উক্ত পদে পূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণ এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে কর্মরত রয়েছেন। যোগদান পরবর্তী উল্লিখিত পদের শিক্ষকদের ট্রান্সফার নিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তির আবেদনের ক্ষেত্রে জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বেতন কোড ১১তে (বিএড ডিগ্রী ব্যতীত) এমপিওভুক্তির বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনবলকাঠামোও এমপিও নীতিমালা-২০২১ জারির পূর্বে এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী (বেতন কোড ১০ প্রাপ্ত) শিক্ষকগণ নতুন প্রতিষ্ঠানের ট্রান্সফার নিয়ে যোগদান করে এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। এ বিষয়ে ১৮.০৯.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর/২০২২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি

মাসের এমপিও কমিটির সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে বর্ণিত পদের বেতন কোডের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও (কৃষি) পদের যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ :

ক্র: নং	জনবলকাঠামো -২০২১ এ বিদ্যমান পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিয়োগকালীন জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা
(১)	পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) (১) ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) (ক) ফাজিল ডিগ্রী ও বিএড ডিগ্রী/সমমান (খ) ফাজিল/সমমান ডিগ্রী (২) হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) (ক) উপাধি ডিগ্রীসহ স্নাতক ডিগ্রী/সমমান অথবা সংস্কৃত বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী ও বিএড ডিগ্রী/সমমান (খ) সংস্কৃত বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী/সমমান (৩) বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) (ক) পালি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী/সমমান ও বিএড ডিগ্রী (খ) পালি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী/সমমান (৪) খ্রিষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) (ক) থিওলজিক্যাল কোর্স সম্পন্নকরণসহ স্নাতক ডিগ্রী ও বিএড ডিগ্রী (খ) থিওলজিক্যাল কোর্স সম্পন্নকরণসহ স্নাতক ডিগ্রীসমগ্র শিক্ষা জীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (কৃষি) (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিম্নের যে কোন একটি বিষয়সহ স্নাতক/সমমান থাকতে হবে: কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/মৎস/পশুপালন/কৃষি প্রকৌশল/বনবিদ্যা/পরিবেশ বিজ্ঞান/জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং/মৃত্তিকা বিজ্ঞান/ডিভিএম অথবা কৃষি ডিপ্লোমা/সমমান (উপরে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বিএড ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার পাবে) অথবা উদ্ভিদবিদ্যা/প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতকসহ বিএড ডিগ্রী (খ) উদ্ভিদবিদ্যা/প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী সমগ্র শিক্ষা জীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। বিএড ডিগ্রীধারীরা অগ্রাধিকার পাবে।	সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে যোগদানকৃত শিক্ষকগণ পূর্বে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-১৯৯৫, ২০১০ (সংশোধিত মার্চ-২০১৩) ২০১৮ মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন। নিয়োগকালীন আওতাভুক্ত জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী (বিএড ডিগ্রী ব্যতীত) তারা বেতন কোড ১০ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এ বিএড ডিগ্রী ব্যতীত বেতন কোড ১১ এর বিধান রাখা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, এমপিও কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের আলোকে যোগদানকৃত ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণের ট্রান্সফার এমপিও'র ক্ষেত্রে বেতন কোড নির্ধারণের জটিলতা নিরসনে বিষয়ে পরবর্তী সদয় নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় এমপিও কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের আলোকে যোগদানকৃত ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণের ট্রান্সফার এমপিও'র ক্ষেত্রে বেতন কোড নির্ধারণের জটিলতা নিরসনে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪. বিষয়: যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম-এর এমপিও স্থগিতকরণ।

যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম এর এমপিও স্থগিতকরণ এবং কেন তার এমপিও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম এর মার্চ/২০২০ মাস হতে এমপিও স্থগিত করা হয় এবং

যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরে যাওয়ার বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন

	কেন তার এমপিও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য পত্র দেয়া হয়। যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম কারণ দর্শানোর জবাব প্রেরণ করেছেন। পত্রের জবাবে তিনি উল্লেখ করেছেন-২০১৯ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তার নিকট বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গনে শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। বাগেরহাট যাতায়াতের রাস্তায় সংস্কারের কাজ চলায় সেখানে শিক্ষা সফরে যাওয়া নিরাপদ নয় বলে তিনি তাদেরকে নিরুৎসাহিত করেন। পরবর্তীতে তারা সভাপতির নিকট একই দাবি জানিয়ে মৌখিক আবেদন করেন। এক পর্যায়ে সভাপতি প্রধান শিক্ষককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৌখিক নির্দেশ দেন। তার নির্দেশমত ০৪/০২/২০১৯ তারিখে প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সভা আহবান করেন। সভায় ম্যানেজিং কিমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন কিন্তু ২০১৮ সালে পরিপত্র অনুসরণের নিমিত্তে শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ বাসের কাগজপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম বিধায় বাধ্য হয়ে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে পরিপত্রের উপর গুরুত্ব দিলেও শিক্ষার্থীদের অনুরোধ এবং উপস্থিত কমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভুলবশত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিষয়টি বাদ পড়ে যায়, যা ছিল আমার (প্রধান শিক্ষক) অনিচ্ছাকৃত। বিভিন্ন সতর্কমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে শিক্ষা সফরের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এ শিক্ষা সফরের আয়োজন করতে যে তাকে (প্রধান শিক্ষক) বাধ্য করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি একটি প্রত্যয়নপত্র দেন। বর্তমান পরিস্থিতি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেও তিনি সফল হয়নি। তবে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য তিনি গভীরভাবে মর্মাহত ও আন্তরিকভাবে দু:খিত। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যশোর জেলার সদর উপজেলার শ্যামনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরে যাওয়ার বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। তারপরও প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি কিছুটা প্রতীয়মান হয়। তার শাস্তিসহ এমপিও চালু করার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	দিয়েছে। তারপরও প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল কালাম দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি কিছুটা প্রতীয়মান হওয়ায় তার ২০২০ এবং ২০২১ সালের ০২ (দুই) টি ইনক্রিমেন্ট ব্যতীত বকেয়াসহ এমপিও চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫.	**বিষয়ঃ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও প্রদানের নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত।** মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে খ্রিস্টান মিশন/চার্চ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার ইচ্ছা না থাকায় শুরু থকেই শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করে এবং ডিজি মহোদয়ের কোন প্রতিনিধি না রেখে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পত্রিকায় বৈধকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ১০.০১.১৯৯৪ হতে ২৪.১০.২০১৫ এর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে তাদের যোগদানের তারিখ হতে নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি না থাকার কারণে ১০ জন শিক্ষকের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অগ্রায়ন করা হবে না মর্মে জেলা শিক্ষা অফিস জানায়। প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর কষ্ট লাঘবে তাদের এমপিওভুক্তির জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ (বিজ্ঞপ্তি/নীতিমালা/নিয়োগ সংক্রান্ত) উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তারা উপস্থিত হয়নি। নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ না হওয়ায় তাদের এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এমপিও ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৬.	বিষয়টি চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়াজী (মুলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ

	মোঃ এনামুল হক মিয়াজী (মুলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ কেলেঙ্কারী ও প্রভাষক জনাব মোঃ দ্বীন ইসলাম তালুকদারকে শারীরিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগ মাউশি থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: (১) চাকুরী বিধি বহির্ভুতভাবে প্রধান শিক্ষক (অধ্যক্ষ) জনাব এনামুল হক ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব দ্বীন ইসলামকে থাপ্পর মেরেছেন বিষয়টি প্রমাণিত; (২) জনাব মোঃ এনামুল হকের কাম্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল আর্থিক সুবিধাদি ফেরতযোগ্য; (৩) যেহেতু জনাব মোঃ এনামুল হকের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ বিধি সম্মত নয়, তাই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে তার নিয়োগ ও দায়িত্ব পালন ও বিধি সম্মত নয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অতি দ্রুত একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন: (৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মাকসুদা বেগমের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এর ২৬/১১/২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ আছে; (৫) নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজি: ফি ফেরতযোগ্য; (৬) শিক্ষকবৃন্দ ও সভাপতির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং বিদ্যমান। তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত/সুপারিশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপ: অভিযোগ: নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়া এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত। অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম: (১) উল্লিখিত অভিযোগ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৭জি/২৯৩(ক-৩)/২০১০/৭৩০৮, তারিখ: ২১.০১.২০২০ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। (২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ২১.০১.২০২০ তারিখের পত্র অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১২(কুমিল্লা).২০১৩(অংশ-১).৮৮, তারিখ: ২৮.০২.২০২১ মোতাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, কেন তার এমপিও স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানো এবং অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ গৃহীত অর্থ তার নিকট হতে কেন ফেরত নেয়া হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.০২.২০২১ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বর্ণিত শিক্ষকের এমপিও মে/২০২১ মাসে স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। এছাড়া কেন স্থায়ীভাবে এমপিও বাতিল করা হবে না এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ তার নিকট হতে কেন ফেরত নেয়া হবে না সে মর্মে তাকে ০৭.০৬.২০২১ তারিখ কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয়। (৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কারণ দর্শানোর পত্রের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) কারণ দর্শানোর জবাব এ অধিদপ্তরে দাখিল করলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত কারণ দর্শানোর জবাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৪৩.০১৮.২০.৪০৮, তারিখ: ১৮.০৮.২০২১ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা শেষে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	এনামুল হক মিয়াজীর বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৭.	বিষয়: এনটিআরসিএ'র ভুল চাহিদা প্রদানের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের তিন মাসের বেতন কর্তনের আদেশ পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত। এনটিআরসিএ'র ভুল চাহিদা প্রদানের কারণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের	এনটিআরসিএ-তে ভুল চাহিদা প্রেরণের কারণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস মাধ্যমিক

	প্রধান শিক্ষক, জনাব সাহিনা খাতুন তিন মাসের বেতন ভাতাদি'র সরকারি অংশ কর্তন করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'র ২য় নিয়োগচক্রে অনলাইনে শিক্ষকের শূন্য পদের ভুল চাহিদা প্রদানের দায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ০৩ মাসের বেতন কর্তনের আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবেদন করেন। উক্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য এনটিআরসিএ'র পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আবেদনকারীদের শুনানী গ্রহণ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের আলোকে সূত্রে বর্ণিত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী ৩৩টি প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা ছিল কি না সে বিষয়ে ছক মোতাবেক মতমতসহ প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছে। ৩৩ জনের তালিকায় জনাব শাহিনা খাতুনের নাম ছিল না। তবে ৬৬ জনের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ: তদন্তকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ব্যক্তিগত শুনানী ই-রিকুইজিশানের কপি, জনবল কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ই-রিকুইজিশান প্রেরণকালে মহিলা কোটা পূরণ না হওয়ায় এমপিওভুক্তিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহিলা কোটা শিথিল করায় উক্ত পদটি এমপিওভুক্ত হয় এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি হয়। আবেদনকারীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনলাইনে ই-রিকুইজিশন ফরম পূরণের সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মহিলা কোটার অপশন না দিয়ে চাহিদা প্রেরণ করেছেন ফলে তার বিরুদ্ধ ভুল চাহিদার অভিযোগ প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনে পদভিত্তিক মহিলা কোটার অপশন প্রদর্শিত হয়নি। উক্ত অপশন প্রদর্শিত না হওয়ায় মহিলা কোটা সংক্রান্ত ভুলটি সংঘটিত হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির গত ২৮.০৯.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১২ (বারো) জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। জনাব সাহিনা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা কে অব্যাহতি না দেওয়ায় তিনি পুনরায় আবেদন করেন। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় এনটিআরসিএ'র ভুল চাহিদা প্রদানের কারণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জনাব সাহিনা খাতুন তিন মাসের বেতন ভাতাদি'র সরকারি অংশ কর্তনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। কিন্তু এনটিআরসিএ তার বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করেননি। এ বিষয়ে এনটিআরসিএ'র মতামত গ্রহণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জনাব সাহিনা খাতুনের তিন মাসের বেতন ভাতাদি'র সরকারি অংশ কর্তনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে সে বিষয়ে এনটিআরসিএর সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৮.	বিষয়: ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর (হরিপুর) কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: হাচানুর রহমান এর বকেয়া বেতন ভাতাসহ পুন: এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত। জনাব মো: হাচানুর রহমান, সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৯৭ সালে এমপিওভুক্ত হয়ে চাকুরি করছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানে, কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে হঠাৎ ২০১০ সালে তাহার এমপিওশীট থেকে তার নাম কর্তন করা হয়। উক্ত শিক্ষকের দীর্ঘদিন বেতন ভাতা বন্ধ থাকায় তিনি খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক তার বকেয়া বেতন ভাতা ১০ জুলাই ২০১০ হইতে অদ্যবধি পর্যন্ত প্রদান করার জন্য তিনি আবেদনে উল্লেখ করেন। ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর (হরিপুর) কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: হাচানুর রহমান কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৩২৫০/২০১৮ মামলার রায়ের আলোকে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত: "In such view of the matter, our opinion is that the Directorate should take necessary steps for releasing his MPO as per the order of the Hon'ble Court." এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী আদালতের নির্দেশনার আলোকে আবেদনকারী জনাব হাচানুর রহমানের এমপিও ছাড়করণ করা যেতে পারে। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মো: হাচানুর রহমান (সহকারী শিক্ষক) এর নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়েছিল কিন্তু মহামান্য আদালত মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে স্থগিত করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	জনাব মো: হাচানুর রহমান (সহকারী শিক্ষক) এর নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। মহামান্য আদালত মন্ত্রণালয়ের চিঠি স্থগিত করে আদেশ দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রস্তাব পাঠাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৯.	বিষয়: রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জালালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এর সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া এর বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জালালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া(ইনডেক্স নং-৫৪৭১৩৫) গত ০১.০৭.২০১৩ তারিখে একই প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য বিএড সনদ দাখিল করেন কিন্তু তার বিএড সনদ জাল প্রমাণিত হওয়ায় তার এম.পি.ও.ভুক্তির আবেদন বাতিল হয়। ইতোমধ্যে বিপিএড সনদকে বিএড সনদের সমতূল্য ঘোষণা করায় এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৩০৮৯/২০১৬ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশে মাননীয় আদালত উল্লেখ করেন যে, The respondent no-1, the Secretary Ministry of Education, Secretariat Building, Ramna, Dhaka is directed to dispose of the petitioners application dated 09.10.2016 (Annexure-d) within 02(02) months on receipt of this order positively. তৎপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করে এবং সে মোতাবেক তাকে বকেয়া ছাড়া জুন/১৭ মাসে এমপিওভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বকেয়া বেতন ভাতার জন্য আবেদন করলে তাকে ২৪ মাসের বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি জুলাই/২০১৫ হইতে মে/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বকেয়া বেতন ভাতার জন্য আবেদন করলে এমপিওভুক্তির নির্দেশনা থাকলেও বকেয়া বেতন ভাতার বিষয় সিদ্ধান্ত না থাকায় বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়নি। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বর্ণিত সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস (ইনডেক্স) এর দাবীকৃত জুলাই/২০১৫ হইতে মে/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের সুযোগ না থাকায় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জালালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়ার বকেয়া প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জালালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া এর এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০.	বিষয়ঃ রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন অধ্যাপক নজিবর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) জনাব মোঃ রেজাউল করিম এর এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে। রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন অধ্যাপক নজিবর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের NTRCA কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত সহকরী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) জনাব মোঃ রেজাউল করিম-এর এমপিও ভুক্তি বিষয়ে মতামত/নির্দেশনা কামনা করে তথ্যদিসহ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করেছেন। আবেদনে প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত শিক্ষক NTRCA কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বিগত ৩০/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ সহকরী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে যোগদান করেন। উক্ত শিক্ষকের কম্পিউটার সনদ SIT Foundation কর্তৃক ০৪ বছর মেয়াদী। কিন্তু UGC কর্তৃক অনুমোদন না থাকায় তিনি এমপিও ভুক্ত হতে পারছেন না। অধিদপ্তরের ০৬/১০/২০২০ তরিখে অনুষ্ঠিত এমপিও কমিটির বিশেষ সভায় সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ: “NTRCA কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত সহকরী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) জনাব মো: রেজাউল করিম-এর কম্পিউটার সনদ SIT Foundation এর ০৪ বছর মেয়াদী। কিন্তু UGC কর্তৃক SIT Foundaion এর অনুমোদন না থাকায় এমপিও ভুক্তির সিদ্ধান্ত কামনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) জনাব মো: রেজাউল করিম- এর অর্জিত কম্পিউটার সনদটি UGC কর্তৃক অনুমোদনবিহীন SIT Foundation এর ০৪ বছর মেয়াদী হওয়ায় তাঁর এমপিও ভুক্তি বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কমনা করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় বিষয়টি ক্রমিক ০১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।**	ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সাব কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১.	বিষয় : বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার, ইনডেক্স- ৩০১১১৬ এর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রস্থ (ক) পত্র মোতাবেক বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের গণিত বিষয়ের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার, ইনডেক্স- ৩০১১১১৬ কে রিট পিটিশন নং- ১৩৯৬১/২০১৬ মোতাবেক বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করেন। বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের গণিত বিষয়ের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার, ইনডেক্স- ৩০১১১১৬, গত ২০১২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখার ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায়সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে উক্ত শিক্ষকের এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রভাষক সমর কুমার সিকদার মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং- ১৩৯৬১ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ তার বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১৩৯৬১/২০১৬ আদালতের আদেশের আলোকে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের গণিত বিষয়ের প্রতিষেক জনাব সমর কুমার সিকদার, ইনডেক্স- ৩০১১১১৬ এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করেন। **বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত:** "বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষকগণের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। বেতন-ভাতা স্থগিতকরণের বিরুদ্ধে জনাব সমর কুমার সিকদার, প্রভাষক (গণিত) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১৩৯৬১/২০১৬ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিষ্পত্তি করে রায় ও আদেশ প্রদান করেন। রায়ে পিটিশনরের বেতন-ভাতার বকেয়াসহ প্রদানের জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং- ৩৮০/ ২০১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত আপিল মামলা শুনানী শেষে খারিজ হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬-তারিখের নং ২০২০/০২/ ৩৭.০০.০০০০.০১৪.০৪.০০১.২০২০.৭৪ স্মারক পত্র মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে পিটিশনারের বেতন-ভাতা সরকারি অংশ ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মতামত: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬/০২/২০২০ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ অনুসারে পিটিশনারের বেতন-ভাতা ছাড় করা যেতে পারে"। বর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের এমপিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার রেজুলেশনের ক্রমিক নং- ০৩ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ: জনাব সমর কুমার সিকদার, প্রভাষক, গণিত এর বকেয়া ব্যতীত বেতন ভাতাদি ছাড়করণের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬/০২/২০২০ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ অনুসারে জনাব সমর কুমার সিকদার, প্রভাষক, গণিত এর বকেয়া ব্যতীত বেতন ভাতাদি নভেম্বর/২০২০ মাসের এমপিওতে ছাড়করণ করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০৭.২০.২; তারিখ: ০৩/০১/২০২১ পত্রের প্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তরের আইন শাখার পত্র নং-৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৩.৪৬৮.১৬-১৬-৪৭/৩; তারিখ: ২৬/০১/২০২১খ্রি. মোতাবেক বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত: In such view of the matter. our opinion is that the said teacher is entitied for his arreare MPO form the date of stoppage till release of the same as per the judgment of the High Court Division which was upheld by the Appellate Division. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রস্থ (খ) পত্র মোতাবেক বরিশাল জেলার মহামান্য হাইকোট বিভাগের এক মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেবীর পীতশি সুতামাতের আলোকে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রভাষক জনাব সেমর কুমার সিকদার, ইনভে সিকদার, ইনডেক্স ৩০১১১১৬ এর বকেয়া বেতনভাতাদি নিষ্পত্তির (সেপ্টেম্বর/২০১৩	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার এর বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিষ্পত্তি করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	হতে অক্টোবর/২০২০) লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিল সংক্রান্ত গঠিত কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং- ১৩৯৬১/২০১৬ মামলায় বিগত১৬/০৫/২০১৮ তারিখে রায় ও আদেশ প্রদান করেন। যা নিম্নরূপ: In the result. the Rule is disposed of The respondents are directed to release the government portion of salary. Monthly Pay Order (MPO) of the petitioner with arrear and other service benefit, if any within 1 (one) month on receipt of this judgment and order without any fail". রায়ে পিটিশনারের বেতন-ভাতা বকেয়াসহ প্রদানের জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং-১৩৯৬১/২০১৬ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপিল নং-৩৮০/২০১৯ দায়ের করেন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বিভাগের আপিল নং- ৩৮০/২০১৯ মামলার নিম্নরূপ রায় প্রদান করে; 'The leave petition is out of time by 262 day but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the Civil Petition for leave to Appeal dismissed as harred by limitation." বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার, ইনডেক্স- ৩০১১১১৬ এর বকেয়া বেতন ভাতাদি নিষ্পত্তির (সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০২০) লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিল সংক্রান্ত গঠিত কমিটির মে/২০২১ মাসের সভায় উপস্থাপন করা হয়। জনাব সমর কুমার সিকদার, প্রভাষক (ইনডেক্স- ৩০১১১১৬) এর বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন রূপাতলী জাগুয়া কলেজের প্রভাষক জনাব সমর কুমার সিকদার এর বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিষ্পত্তি করবেন মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	
১২.	বিষয়টি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলাধীন ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের সর্বশেষ ০৩ (তিন) বছরের শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী এবং পাসের হারের তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত। শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের ২০০৬ সালের ডিগ্রি স্তরের ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে ২০০৮ সাল থেকে ডিগ্রি স্তরের এমপিও কোড ৩৬০৬০১৩২০২ স্থগিত করা হয়। উক্ত কলেজের পক্ষ থেকে স্থগিত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৮০৯/২০১০ দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৯.১১.২০১৭ তারিখের আদেশ নিম্নরূপ: Accordingly, the Rule is made absolute. The respondents are hereby directed to pay the petitioners all the arrears of salaries and benefits within 60 (sixty) days from the date of receipt of the copy of the judgment. Howerer, there would be no order as to costs. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৮০৯/২০১০ এর আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং ২৮৫২/২০১৮ দায়ের করে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ০৩.০৩.২০১৯ তারিখের আদেশ নিম্নরূপ: The leave petition is out of time by 225 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the civil petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation. এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরূপ: In such view of the matter, since the memo of the Ministry by which the MPO was cancelled was declared illegal by the High Court Division, Directorate should take immediate steps to issue Degree Code of the said College so that the petitioners get their MPO in the Proper Code. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৮০৯/২০১০ এর আদেশ, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং ২৮৫২/২০১৮ এর আদেশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলাধীন ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের বিষয়টি নথিতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	উপজেলার ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের স্থগিত এমপিও কোড ৩৬০৬০১৩২০২ পুনর্বহালসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি কাম্য যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না জানার জন্য প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ ৩ (তিন) বছরের শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী এবং পাশের হারের তথ্য প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক (১১শ-১২) এবং ডিগ্রি পাস (১৩শ-১৫শ) পর্যায়ের সর্বশেষ ০৩ (তিন) বছরের শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী এবং পাসের হারের তথ্য প্রেরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ফলাফল নিম্নরূপ: | পাসের বছর | শিক্ষার্থী | পরীক্ষার্থী | কৃতকার্য | পাসের হার | মন্তব্য | |---|---|---|---|---|---| | ২০১৭ | ১৩ | ১২ | ১০ | ৮৩% | | | ২০১৮ | ২৬ | ২৬ | ১৪ | ৫৩% | | | ২০১৯ | ১৯ | ১৩ | ২ | ১৫% | | বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮.৪ নং ক্রমিকে উল্লেখ আছে, "এমপিওভূক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম্য শিক্ষার্থী/কাম্য ফলাফলের ধারাবাহিকতা (গড়ে) রক্ষা করতে না পারলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত/বাতিল করতে পারবে। এমপিও স্থগিত অথবা বাতিলকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে এমপিওর শর্তসমূহ পূরণ করলে পুনরায় এমপিও ছাড়ের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে (যেমন, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের কাম্য হরি পুনরায় অর্জন করলে)। এক্ষেত্রে এমপিও স্থগিতকালীন সময়ের কোনো বকেয়া বেতন-ভাতাদি পাপ্য হবে না"। | নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজন | শিক্ষার্থী | পরীক্ষার্থী | পাস | পাসের হার | |---|---|---|---|---| | | ২১৫ | ৫০ | ২২ | ৪৫% | | প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান (তিন বছরের গড়) অবস্থা | ৩০০ | ১৭ | ৯ | ৫২% | **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলাধীন ডা. মোসলেম উদ্দিন খান ডিগ্রি কলেজের বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করে নিষ্পত্তি করবেন মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	
১৩.	বিষয়: সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ঘোড়াশাল সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ ডিগ্রি কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান জনাব মোঃ তানবীর হাসান এর নিয়োগকালীন দাখিলকৃত দারুল ইহসান সনদ এর বৈধতা এবং পরবর্তী এমপিওভুক্তি। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ঘোড়াশাল সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ ডিগ্রি কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান জনাব মোঃ তানবীর হাসান এর নিয়োগকালীন দাখিলকৃত দারুল ইহসান সনদ এর বৈধতা ও পরবর্তী এমপিওভুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শাহজাদপুর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শাহজাদপুর ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এর সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত তদন্ত কমিটি যৌথভাবে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করায় নিয়োগপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান জনাব মোঃ তানবীর হাসান এর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ পত্র প্রেরণ করেন। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: জনাব মোঃ তানবীর হাসান Darul Ihsan University, 6 ka 1/21, Mirpur-10, Dhaka-1216. Bangladesh এর Master of Library & Information Science সনদপত্রটি নিয়ে ০৪/০৫/২০১৫ তারিখে 'লাইব্রেরিয়ান পদে' নিয়োগপ্রাপ্ত হন কিন্তু Darul Ihsan University এর উক্ত শাখাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদনবিহীন হওয়ায় নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ বৈধ নয় বলে তার নিয়োগ ও যোগদান অবৈধ বলে প্রতিয়মান হয়। জনাব তানবীর হাসান, প্রতিষ্ঠানে আপিল ও শৃংখলা পরিপন্থি এবং নৈতিক পদস্খলন ও মূল্যবোধহীন কাজে জড়িত বলে তদন্তে প্রতিয়মান হয়। জনাব তানবীর হাসান একজন নিয়মিত স্টাফ হয়ে কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অনুমতি ব্যতীত Asian University of Bangladesh Master of Library & Information Science সনদপত্রটি অর্জন করেছেন। যাহা কর্তৃপক্ষের অনুমতিবিহীন কাজেই তার উক্ত সনদও অবৈধ বলে প্রতিয়মান হয়।	ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সাব কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	জনাব তানবীর হাসান একজন নিয়মিত স্টাফ হয়ে কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অনুমতি ব্যতীত Asian University of Bangladesh Master of Library & Information Science সনদপত্রটি অর্জন করেছেন যাহা কর্তৃপক্ষের অনুমতিবিহীন কাজেই তার উক্ত সনদও অবৈধ বলে প্রতিয়মান হয়। অধ্যক্ষ কর্তৃক জনাব তানবীর হাসান এর অবৈধ সনদ যাচাই না করে নিয়োগদান ও পরবর্তীতে নিয়োগকালীন সনদের সাথে Asian University of Bangladesh Master of Library & Information Science সনদপত্রটি সংযুক্ত করে Online MPO প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করায় অধ্যক্ষ তার কর্তব্যে অবহেলা করেছেন বলে প্রতিয়মান হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত অনুযায়ী জনাব মোঃ তানবীর হাসান, লাইব্রেরিয়ান নিয়োগকালে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানে আপিল ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং নৈতিক পদঙ্খলন ও মূল্যবোধহীন কাজে জড়িত রয়েছেন। জনাব তানবীর হাসান এর অবৈধ সনদ যাচাই না করে নিয়োগদান ও পরবর্তীতে নিয়োগকালীন সনদের সাথে Asian University of Bangladesh Master of Library & Information Science সনদপত্রটি সংযুক্ত করে Online MPO প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করায় অধ্যক্ষ তার কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। (ক) তদন্ত কর্মকর্তার মতামত অনুযায়ী জনাব মোঃ তানবীর হাসান, লাইব্রেরিয়ান নিয়োগকালে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানে আপিল ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং নৈতিক পদঙ্খলন ও মূল্যবোধহীন কাজে জড়িত থাকায় তার বিরুদ্ধে কেন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে জনাব মোঃ তানবীর হাসান, লাইব্রেরিয়ান কে কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয়। (খ) তদন্ত কর্মকর্তার মতামত অনুযায়ী জনাব তানবীর হাসান এর অবৈধ সনদ যাচাই না করে নিয়োগদান ও পরবর্তীতে নিয়োগকালীন সনদের সাথে Asian University of Bangladesh Master of Library & Information Science সনদপত্রটি সংযুক্ত করে Online MPO প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে কর্তব্যে অবহেলা করায় কেন অধ্যক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে অধ্যক্ষকে কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয়। অধ্যক্ষ কর্তৃক কারণ দর্শানোর জবাব: জনাব মোঃ তানবীর হাসান এর (লাইব্রেরীয়ান অত্র কলেজ) নিয়োগকালীন দাখিলকৃত দারুল ইহসান এর সার্টিফিকেট সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মহোদয়ের মন্তব্যের সাথে অধ্যক্ষ একমত পোষণ করলেও পরবর্তীতে পরিস্থিতি সাপেক্ষে অধ্যক্ষকে নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতে হয়েছে। বেসরকারি কলেজে সকল কার্যক্রম গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়ে থাকে। সেখানে অধ্যক্ষের একক সিদ্ধান্ত গরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অধ্যক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ সমর্থন করতে এবং অগ্রায়ন করতে হয়। জনাব মোঃ তানবীর হাসান বিভিন্ন সময়ে তার বেতন ভাতার কাগজপত্রে অধ্যক্ষের নিকট থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় কলেজের কাজের ভীড়ে অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারে সুকৌশলে অধ্যক্ষের নিকট হতে অগ্রায়নপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এর কাগজপত্র সংযুক্ত করেছে। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়া উক্ত কলেজের লাইব্রেরীয়ান জনাব মোঃ তানবীর হাসান কোনো কারণ দর্শানো জবাব দাখিল করেননি। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ উল্লেখ করেছেন যে, লাইব্রেরীয়ান জনাব মোঃ তানবীর হাসান কে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হলে তা জনাব মোঃ তানবীর হাসান তা পড়েন কিন্তু উক্ত পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। জনাব মোঃ তাহসীন হোসেন, অধ্যক্ষ এবং জনাব মোঃ তানবীর হাসান, লাইব্রেরীয়ান এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় বিষয়টি ক্রমিক ০১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ক্রমিক ০১ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।**	
১৪.	বিষয়: খুলনা জেলার রায়েরমহল মহাবিদ্যালয় এর জনাব মাজেদ বন্দ এর বকেয়া বেতন এর আবেদন অগ্রায়ন। খুলনা জেলার রায়েরমহল মাহবিদ্যালয় এর জনাব মাজেদ বন্দ, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী, ইনডেক্সে-৩০০৩৮২৬ আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে গত ২১/০৭/২০১৬	খুলনা জেলার রায়েরমহল মহাবিদ্যালয় এর জনাব মাজেদ বন্দ এর

	তারিখ হতে বরখাস্ত করা হয়। সে উচ্চ আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে কর্মে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। বরখাস্তকালীন ২১/০৭২০১৬ তারিখ হতে ১৬/০৯/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সরকারি এমপিও এর বেতন ও উৎসবভাতা বাবদ ২৭০১৬৫/- (দুই লক্ষ সত্তর হাজার একশত পঁয়ষট্টি) টাকা প্রাপ্তির আবেদন করেন। বর্ণিত বিষয়ে আইন শাখার মতামত: খুলনা জেলার রায়েরমহল মহাবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী (৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) জনাব মো: মাজেদ বন্দ এর বকেয়া বেতন-ভাতার (MPO) বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা আইন গত মতামত প্রদান করেন। তাঁর মতমত নিম্নরুপ: খুলনা জেলার রায়ের মহল মহাবিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী মো: মাজেদ বন্দ (ইনডেক্স নং-৩০০৩৮২৬) এর বিরুদ্ধে চিপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, খুলনার জিআর, ৬৭/২০১৩ (সোনাডাঙ্গা) নং মামলা দায়ের হয়। উক্ত মামলার রায় ২০/০৭/২০১৬ তারিখের রায়, তার বিপক্ষে হয় এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২০১৬ সালে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। উপরোক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে জনাব মো: মাজেদ বন্দ গং বিশেষ দায়েরা জজ আদালত ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল, খুলনায় ক্রিমিনাল আপিল নং-২১৬/২০১৬ দায়ের করেন। বিগত ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে শুনানি শেষে উক্ত ক্রিমিনাল আপিল মামলা মঞ্জুর হয় এবং ২০/০৭/২০১৬ তারিখের রায় রদ করা হয়। আপিললের রায়ে মো: মাজেদ বন্দ কে মামলার অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়। জনাব মো: মাজেদ বন্দ মামলা থেকে অব্যহতি পাওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তকে পুনর্বহাল পূর্বক ২১/০৭/২০১৬ খ্রি: হতে ১৫/০৯/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতার বিষয়ে আবেদন করেন। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মত হলো: our opinion is that since the above staff was acquitted from the criminal allegation, he is entitled for the arrear MPO and other benefits from 21.07.2016 to 16.09.2018 বর্ণিত বিষয়ে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮.৬ ধারায় বলা আছে " ব্যক্তিগত মামলায় নির্দোষ প্রমণিত হলে আদালতের নির্দেশনা সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বকেয়া বেতন পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনা করবে"। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় খুলনা জেলার রায়েরমহল মহাবিদ্যালয় এর জনাব মাজেদ বন্দ এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হয়েছে কিনা? আপীল না হয়ে থাকলে "আপীল হয়নি মর্মে প্রত্যয়নপত্র" প্রয়োজন মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল হয়েছে কিনা? আপীল না হয়ে থাকলে "আপীল হয়নি মর্মে প্রত্যয়নপত্র" প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্বান্ত গৃহীত হয়।
১৫.	বিষয় : কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর এমপিওভুক্তিতে কাম্য অভিজ্ঞতা শিথিলকরণ। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের ৩০/০৩/২০২২খ্রি. তারিখের আবেদনে অধ্যক্ষ জনাব মো: মিজানুর রহমান-এর এমপিও কপিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বেতন-ভাতা এবং বকেয়া বেতন-ভাতা ছাড়করণের একটি আবেদনে মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত পত্রে লিখেছেন, "পূর্বের নিয়োগের প্রাক্কালে কাম্য যোগ্যতা ঘাটতি ছিলো বলে অবগত করা হয়েছে। বর্তমানে কাম্য যোগ্যতা শর্ত পূরণ হয়েছে। সুতরাং পূর্ব নিয়োগের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বেতন-ভাতা পেয়ে থাকলে, তা ফেরতের শর্তে, বর্তমান পদে নিয়মিত করণের জন্য, প্রমার্জনের বিধান সাপেক্ষে, নথিতে মতামত দিয়ে নিয়মিত করণের জন্য ব্যবস্থা নিন।" একই বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-১ এর স্মারক নং- বাজা: কুড়ি/০০০১/৩৮৭; তারিখ: ৩১/০১/২০২২খ্রি. এর ডিও লেটারে মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখেছেন, "কি কারণে জনাব মো: মিজানুর রহমানের এমপিও বাদ হয়েছে তা ব্যাখ্যা দিন"। এ ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.১৪১.২০১৯/৪৯৬, তারিখ: ০৯/০২/২০২২ খ্রি. মোতাবেক পত্রে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মো: মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ হিসেবে ০১/১১/২০১৬খ্রি. তারিখে যোগদান করে যথাযথ	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মো: মিজানুর রহমান- এর এমপিওভুক্তিতে কাম্য অভিজ্ঞতা শিথিলকরণ বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ০৯/০৫/২০১৭ খ্রি. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুরে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেন। আবেদনটি ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে রিজেক্ট করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ এমপিওভুক্তির জন্য মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেন। তাঁর আবেদন যাচাইপূর্বক দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ডিগ্রি পর্যায়ের এমপিওভুক্ত কলেজ। জনাব মো: মিজানুর রহমান প্রভাষক পদে ২০/১২/২০০২খ্রি. তারিখে যোগদান করেন এবং মে/২০০২ মাসে এমপিওভুক্ত হন। অধ্যক্ষ পদে তিনি ০১.১১.২০১৬ তারিখে যোগদান করেন। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা (৪ ফ্রেব্রুয়ারি/২০১০ এ প্রণীত, মার্চ/২০১৩ সংশোধিত) মোতাবেক ডিগ্রি পর্যায়ের এমপিওভুক্ত কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য এমপিওভুক্ত হতে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ১৪ বছর ৬ মাস। উল্লিখিত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের জন্য জনাব মো: মিজানুর রহমান-এর কাম্য অভিজ্ঞতা ০৬ মাস ঘাটতি ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রভাষক পদ হতে পদত্যাগ করে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য অধ্যক্ষের নিকট কারণ ব্যাখ্যা এবং সভাপতিকে বর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয় উক্ত পত্রের জবাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অবসর জনিত শূণ্য পদে বিগত ১২/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিধি মোতাবেক পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তিনি কাম্য যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদন করেন। যোগদানের সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ১৪ বছর ০৬ মাস। সরকারি বিধি মোতাবেক তার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল ১৫ বছর। উপপরিচালক, রংপুর অঞ্চল, রংপুর বরাবর অনলাইনে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করা হলে তা কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাঁর আবেদন রিজেক্ট করা হয়। এবং বর্ণিত অধ্যক্ষের এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদায়ের নিকট হতে সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। পরবর্তীতে জনবল কাঠামো মোতাবেক তার রামা অভিজ্ঞতা না থাকায় বর্ণিত অধ্যক্ষের এমপিওভুক্তি সম্ভব নয় মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়। আঞ্চলিক কার্যালয়ের রিজেক্ট করা কপিতে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রভাষক পদের বেতন ভাতা গ্রহণ করছেন বলে উল্লেখ করেন অর্থাৎ অধ্যক্ষ পদে যোগদান করা সত্ত্বেও প্রভাষক পদ থেকে বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। জনবল কাঠামো (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ বর্ণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১১(১৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে " বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষক কর্মচারীগণ একই সাথে একাধিক পদে চাকুরিতে বা আর্থিক লাভজনক কোন পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না"। যেহেতু জনাব মো: মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন সেহেতু প্রভাষক পদ থেকে বেতন ভাতা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না থাকায় তাঁর প্রভাষকের পদ হতে নাম কর্তন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৮.০২৯.০০৪.১৮.৬৪; তারিখ: ১০.০৩.১৯খ্রি. মোতাবেক পত্রে অধ্যক্ষের বিষয়ে যাচাইপূর্বক নিষ্পত্তি করা জন্য পত্র দেয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে ১০.০৭.২০১৯খ্রি. তারিখে অধ্যক্ষের নিয়োগকালে জনবল কাঠামো অনুযায়ী অধ্যক্ষ পদের অভিজ্ঞতা যথাযথ না থাকায় এমপিওভুক্তির সুযোগ নাই মর্মে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪,০২৯.০০৪.২০১৮ ১১৮; তারিখ : ২০.০৬.২০২০ মোতাবেক পত্রে অধ্যক্ষের এমপিওভুক্তির বিষয়টি যাচাইপূর্বক বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার জন্য পত্র দেয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষকে স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.১৪১.২০১৯/১১৫৮/৬; তারিখ: ০৩/১১/২০২০খ্রি. মোতাবেক পত্রে জনবল কাঠামো অনুযায়ী অধ্যক্ষ পদে কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক অধ্যক্ষকে অবহিত করা হয়। ০১/০৯/২০২১ তারিখে অধ্যক্ষ তাঁর এমপিওভুক্তির জন্য এমপিও নীতিমালা- ২০২১-এর ১১.২ ধারা মোতাবেক এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলে ০১/১১/২০২১ খ্রি. মোতাবেক পত্রে তাকে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১- এর ১১.২ ধারাটি নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন বা বিদ্যমান এমপিওভুক্ত কলেজে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাম্য অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকা অধ্যক্ষের জন্য প্রযোজ্য নয় উল্লেখ করে পত প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের ০৯/০২/২০২২খ্রি, তারিখের পত্রে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় বর্ণিত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি অভিজ্ঞতা পরিমার্জনের ব্যবস্থা নেই।	

	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মো: মিজানুর রহমান- এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো। **পর্যালোচনা:** উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মো: মিজানুর রহমান- এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখার পক্ষে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	
১৬.	বিষয় : যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর কলেজের জনাব কামরুন নাহার, ইনডেক্স- ৩০৯৮৫২৪, প্রভাষক (বাংলা) এর স্নাতক (পাস) স্তরে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া এমপিও এর জন্য নির্দেশনা। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মতামত এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় জনাব কামরুন নাহার-কে যোগদানের তারিখ হতে বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের এমপিও প্রদান সংক্রান্ত গঠিত চূড়ান্ত কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় । জনাব কামরুন নাহার (ইনডেক্স- ৩০৯৮৫২৪), প্রভাষক, বাংলা, উপশহর মহিলা কলেজ, যশোর এর বিষয়ে রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজ, সিংড়া, নাটোর- এর জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি কর্তৃক উল্লিখিত পত্রে ০৯ (নয়) জন শিক্ষকের পক্ষে সরাসরি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করেছেন। এ আবেদন পত্রে জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা), উপশহর মহিলা কলেজ, সদর, যশোর-এর নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৭.১ ধারায় বলা আছে "বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় আবেদন/অনলাইনে আবেদন করতে হবে।" অর্থাৎ জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করে অন্য কলেজের একজন প্রভাষকের স্বাক্ষরে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন । এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ-১১/৩-৭/২০১১/২৯৯; তারিখ-৩০/০৬/২০১১ মোতাবেক পরিপত্রের বিষয় 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সরাসরি আবেদন করা'-এ বলা আছে " লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের কোন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি/সদস্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সরাসরি আবেদন করে থাকেন। এরূপ সরাসরি আবেদন প্রচলিত বিধি বিধানের পরিপন্থি। এ জাতীয় আবেদন করার কারণে মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হচ্ছে । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি/ সদস্যকে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হতে বিরত থাকার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হলো"। উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য উক্ত কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতিকে পত্র দেয়া হয়। এছাড়া সরকারি নির্দেশনা অমান্য করায় জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) এর বিরুদ্ধে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮.১(গ) ধারা মোতাবেক কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এ মর্মে তাঁর ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য এবং তার নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র ও তথ্য চেয়ে জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) কে পত্র দেয় এবং অধ্যক্ষকে কারণ দর্শানো পত্র দেয় । বর্ণিত বিষয়ে জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) (এমপিও ইনডেক্স নং- ৩০৯৮৫২৪) উপশহর কলেজ, সদর, যশোর; জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস), রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজ, সিংড়া, নাটোর-এর স্বাক্ষরে অন্য ৮ (মোট ৯ জন) জনের সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করে যোগদানের তারিখ ০১/১১/২০০৬ইং থেকে নন এমপিওকালীন বকেয়া এমপিও এর জন্য আবেদন করেছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করে অন্য কলেজের একজন শিক্ষকের মাধ্যমে এমপিও বকেয়ার জন্য সরাসরি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করার বিষয়ে উপশহর কলেজের অধ্যক্ষ, গভার্ণিং বডির সভাপতিকে	যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর কলেজের জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) এর স্নাতক (পাস) স্তরে মন্ত্রণালয়ের আদেশে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত করা হয়। বকেয়া প্রদানের বিষয়ে কোনো আদেশ বা নির্দেশনা না থাকায় যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মতামত প্রদানের জন্য মাউশি অধিদপ্তর থেকে ০২/১২/২০২১তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ ও সভাপতি লিখেছেন যে তাঁরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও জনাব কামরুন নাহার বিধি বিধান পরিপন্থী কাজ করে আইন ভঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে জনাব কামরুন নাহার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), মাউশি অধিদপ্তর বরাবর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অগ্রহণযোগ্য। অতএব তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ-১১/৩-৭/২০২১/২৯৯; তারিখ: ৩০/০৬/২০১১ এর নির্দেশনা, জনবল কাঠামো ও এম.পিও নীতিমালা-২০১৮ এবং জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৭.১ ধারা প্রতিপালন করেননি।

জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের আইন শাখার মতামত (২০/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ) হলো: "যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর কলেজ এর প্রভাষক (বাংলা) জনাব কামরুন্নাহার গং এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৯৩৮৯/২০১০ দায়ের করেন। কতগুলো রিট পিটিশনের আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত রিট পিটিশনটি অকার্যকর করে নিষ্পত্তি করেন। এখানে দেখা যায় যে, বর্ণিত শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮খ্রি. তারিখের পত্রের বিবেচনায় এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্য। সুতরাং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো- জনবল কাঠামোর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক তার এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। "

[সুতরাং তাকেসহ ৪/২/২০১০ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় শিক্ষকদের মামলার কারণে এমপিওভুক্ত করা হয়নি; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮ তারিখের অফিস আদেশে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক (পাস) স্তরের ০৪/০২/২০১০ তারিখের পূর্বের নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭.০০২.০০১.২০১৭.৪৭৩; তারিখ: ২৫/০৯/২০১৭ মোতাবেক পত্রে বলা আছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শিক্ষকগণ কর্তৃক দায়েরকৃত ২৪টি রীট পিটিশন এর রায় বাস্তবায়ন"। এক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরের ২০/১১/২০১৭ তারিখের এমপিও কমিটির সভায় উ.পিও কমিটির সভার সিদ্ধান্ত হলো "শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষক কর্তৃক এমপিওভুক্তির বিষয়ে দায়েরকৃত ৪টি মামলার রায় বাস্তবায়ন এর বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন সেলে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত কামনা পূর্বক মাউশি অধিদপ্তরের ২৩/০১/২০১৮ তারিখের এম.পিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। এমপিও কমিটির সভার সিদ্ধান্ত হলো, "২৪টি রিট মামলার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে নিয়োগকৃত তৃতীয় ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষকের এমপিওভুক্তির বিষয়টি স্থগিত রাখার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। পরবর্তীতে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.১৯৫; তার ১৩/০৫/২০১৮ মোতাবেক সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক মহাপরিচালকের নির্দেশে মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-এ.এম.১২/ (ক-৩)/১৩/২০৩৭/৩: তারিখ: ৩১/০৫/২০১৮ মোতাবেক দ্বারা সকল এমপিওভূক্ত বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে তৃতীয় শিক্ষকদের তালিকা আনয়ন করা হয়। এ তালিকা অনুযায়ী তৃতীয় শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা এবং বাৎসরিক আর্থিক সংশ্লেষ স্মারক নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.৯৯.০০৬.১৭.২৬২৮; তারিখ : ১৮/০৭/২০১৮ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪(খন্ড-১),৩৫৩; তারিখ: ২৮/০৮/২০১৮ মোতাবেক পত্রে ০৪/০২/২০১০ তারিখের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত স্নাতক (পাস) পর্যায়ের তৃতীয় শিক্ষকবৃন্দকে এম.পিওভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সুতরাং ০৪/০২/২০১০ তারিখের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল বৈধ তৃতীয় শিক্ষকবৃন্দের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে; যারা যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং সঠিকভাবে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ২৪টি রীট মামলায় পিটিশনার হোক বা না হোক। মূল কথা হলো-মামলার রায়ের কারণে তৃতীয় শিক্ষকবৃন্দের এমপিও দেয়া হয়নি, এমপিও দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশে (আপিল মামলার রায়ে এমপিও বকেয়া প্রদানের জন্য কোন নির্দেশনাও নেই)। অতএব ০২/০১/২০১৮ তারিখের যে চিঠি অনুযায়ী এমপিও দেয়া হয়নি সেই চিঠির আদেশে বকেয়া দেয়া হলে এমপিও প্রক্রিয়ায় একটি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

জনাব কামরুন নাহার কর্তৃক ৩য় শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্তির জন্য দায়েরকৃত রিট মামলা নম্বর ৯৩৪৬/২০১০-এর রায় হলো- "These Petitioners have, accordingly,

aptly submitted that in each of their instances the relevant Rule Nisi has become infructuous and pray for an Order discharging the Rules to issue consequentially. In allowing, that prayer the relevant Rule Nisi are, hereby, discharged as having become infructuous vis-a-vis the said Petitioners identified above. In addition, the claim of the Petitioner No. 2 Writ Petition No. 9346 of 2010 is found to have abated by reason of death. The Rules Nisi are, resultantly, collectively disposed of subject to the specific findings and observations above. উল্লেখ্য অন্যান্য পিটিশনার (তৃতীয় শিক্ষক) কর্তৃক দায়েরকৃত ২৪টি রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করেন। উক্ত আপিল মামলার শুনানি শেষে তৎকালীন মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ জন মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতি রিট মামলার রায় পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করেন- "As we have held earlier that the writ petitioners have accrued no right to claim MPO benefits as 3rd teachers, the judicial review for inaction of the government to allow the benefits is not maintainable. However, we are constrained to make observation that these writ petitioners numbering 153 teachers are litigating for a long time for their entitlement of MPO benefits. Admittedly by misrepresentation or otherwise, some teachers are availing of the benefits who stand on the same footing with the writ petitioners. In respect of 102 teachers the government has decided that though they are excess teachers, they will continue to enjoy the benefits, but against their respective post after their retirement no 3rd teachers would be appointed. The government should considered the cases of these 153 teachers who are standing on similar situation for ends of justice". এ রায়ে শুধু এম.পিও এর বিষয়টি বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বকেয়া প্রদানের কোন নির্দেশনা নেই ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতোপূর্বে একই রকম আরও কয়েকটি পত্র মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত কামনা করে মাউশি অধিদপ্তরের ১৭/০৭/২০২১ তারিখের এম.পিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। এম.পিও কমিটির সভার সিদ্ধান্ত হলো-"উক্ত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলার রায়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল মামলার রায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২.০১.২০১৮ তারিখের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩ মোতাবেক পত্রের নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ে ০১.০৪.২০২১ তারিখের উল্লিখিত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক তৃতীয় শিক্ষকদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের বিষয়ে এবং ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.০০-১৬২, তারিখ: ৩০/০৬/২০২০ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের নির্দেশনায় ১৭ জন তৃতীয় শিক্ষককে প্রদানকৃত বকেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ; একই বিষয়ে ২৪টি রিট মামলার ১৫৩ জন রিটকারীর মধ্যে মাউশি অধিদপ্তর থেকে এমপিওভুক্ত তৃতীয় শিক্ষকের বকেয়া সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে সকল চিঠি মাউশি অধিদপ্তরে এসেছে এবং আসবে সেগুলো একইভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

(ক) জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) বকেয়া এম.পিও এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না করে রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজ, নাটোর- এর জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস)- এর মাধ্যমে সরাসরি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাবর আবেদন করায় তার বিরুদ্ধে জনবল কাঠামো ও এম.পিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮.১ (গ) ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(খ) জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) এর এম.পিও ভুক্তি (তথ্য ছক-১ সংযুক্ত) মামলার রায় না হওয়া এবং উক্ত বিষয়ে অন্যান্য পিটিশনার (তৃতীয় শিক্ষক) কর্তৃক ২৪টি রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল মামলার রায়ে বকেয়া প্রদানের কোন নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও যোগদানের তারিখ থেকে নন এমপিওকালীন বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর কলেজের জনাব কামরুন নাহার, প্রভাষক (বাংলা) এর স্নাতক (পাস) স্তরে মন্ত্রণালয়ের আদেশে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত করা হয়। যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

২.০ এমতাবস্থায়, জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আপিল কমিটি এর ৩১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত বর্ণিত ১৬ (ষোলো)টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫/০৪/২০২৩

(মো: মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৫১৭
ই-মেইল: nongovt.secondary.Sec3@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. জনাব সোনা মনি চাকমা, যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৩. জনাব মো: কামরুল হাসান, উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৪. ড. মো: ফরহাদ হোসেন, উপসচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৫. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮. জনাব মো: এনামুল হক হাওলাদার, উপপরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
১১. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
১২. জেলা শিক্ষা অফিসার,---------- (সকল)।
১৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,---------- (সকল)।
১৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----------(সকল)।
১৫. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/প্রদর্শক/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক/কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর, ...।
১৬. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
১৭. জনাব, ...।
১৮. অফিস কপি।